226060 - যে নারী নফিাসরে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কয়কে ফোঁটা রক্ত দখেছেনে এমতাবস্থায় তার রোযার কী হুকুম হবে?

প্রশ্ন

আমি শাবান মাসে সন্তান প্রসব করছে। এরপর আমি এক রোগে আক্রান্ত হয়ছে। যার ফলে শুধু তনিদনি নফিাসরে রক্তস্রাব হয়ে আর হয়নি। এরপর স্রাব বন্ধ হয়ে গছে। তাই আমি গোসল করে নামায পড়া শুরু করছে। শাবান শষে হয়ে রমযান শুরু হয়ছে কন্তিু আর কোন রক্তস্রাব যায়নি। রমযান মাসরে এক সপ্তাহ অতবিাহতি হওয়ার পর ডাক্তার আমাকে কছিু এন্টবিায়টেকি ঔষধ দয়িছেনে। আমি রোযা রাখতাম। সারাদনি কোন রক্ত যতে না মাগরবিরে পূর্বে সামান্য কয়কে ফোঁটা স্রাব যতে। গোটা রমযান মাস এভাবে ছলিাম। আমি কি পবত্রি হয়ছে; নাকি হইনি তা জানতে পারনি। কন্তিু আমি সারা মাস রোযা রখেছে। আমি কি রোযাগুলো পুনরায় রাখব; নাকি রাখা লাগবে না?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

নফিাসরে সর্বনম্নি কোন সময়সীমা নইে। কোন নারী যদি সন্তান প্রসবরে পর পবত্রি হয়ে যান এমন কি যদি সটো কয়কে দনিরে মধ্যওে হয় তাহলে তনিি গোসল করে নামায ও রোযা পালন করবনে।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"যদি কোন নারী সন্তান প্রসব করার একদনি পর বা কয়কে দনি পর পবত্রি হয়ে যান তাহলে তনিি পবত্রি; তার উপর নামায ফরয হবে, তনিি রোযা রাখলে সহহি হবে এবং তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা জায়যে হবে।"[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব থকেে সমাপ্ত]

হায়যে বা নফিাস থকেে পবত্রিতা দুটো পদ্ধতরি যে কোন একটরি মাধ্যমে জানা যায়:

১। সাদাস্রাব নর্িগত হওয়া।

২। পূর্ণভাবে স্থানটি শুকয়িে যাওয়া; যাতে করে রক্তস্রাব, হলদটেে স্রাব বা বাদামী স্রাবরে কোন চহ্নি না থাকে।

দুই:

নফিাস থকেে পরপিূর্ণভাবে পবত্রি হয়ে যাওয়ার পর সামান্য কয়কে ফোটা রক্তপাত হওয়া 'নফিাস' হসিবেে গণ্য হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় সে নারী নামায পড়বনে ও রোযা রাখবনে।

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রতে (খণ্ড-২, ৪/২৫৯) এসছে:

"তার স্ত্রী পবত্রি রমযানরে ৯ তারখিে সন্তান প্রসব করছে। সন্তান প্রসবরে ৯ দনি পর রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গছে। তখন সে গোসল করে নামায ও রোযা পালন শুরু করছে। কন্তিু সে খয়োল করছে যে, রাত হলে কয়কে ফোঁটা রক্ত বরে হয়। দনিরে বলোয় কছিু দখেে না। এমতাবস্থার হুকুম কী? তার নামায ও রোযা কি সহহি?

জবাব: যদি এ নারী নর্মিল পরচ্ছিন্নতা দখেতে পান তাহলে তার নামায ও রোযা সহহি। কনেনা তনিি পবত্রি নারীদরে হুকুমরে অধভিুক্ত। তনিি রাতরে বলো যে সামান্য কয়কে ফোঁটা রক্ত দখেনে সটো নফিাস হসিবেে গণ্য হবে না এবং সটোকে নফিাসরে রক্তস্রাবও বলা হয় না। সুতরাং এ ক্ষত্রেে নফিাসরে হুকুম প্রযোজ্য হবে না।"[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: "জনকৈ নারী নফিাসরে দুই মাস পর, পবত্রি হওয়ার পর তনিি কছিু ছোট ছোট রক্তরে ফোঁটা দখেতে পান। এ নারী কি রোযা রাখবনে না এবং নামায পড়বনে না? নাকি কী করবনে?

জবাবে তনিি বলনে: যদি কোন নারী হায়যে ও নফিাস থকেে পবত্রি হন এবং নশ্চিতি পবত্রিতা দখেতে পান; হায়যে থকেে পবত্রিতা দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি সাদাস্রাব নর্গিত হওয়া। সাদাস্রাব হচ্ছে-- সাদা পানি যা নারীরা চনিতে পারনে; তাহলে এ সাদাস্রাব দখো যাওয়ার পরে যদি বাদামী বা হলদটেে কছিু দখো যায় কংিবা রক্তরে ফোঁটা বা ভজো স্যাতস্যাতে অনুভুত হয়-- এগুলোর কোনটি হায়যে নয়। এগুলো নামায ও রোযা পালনরে ক্ষত্রেে প্রতবিন্ধক নয় এবং স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাসরে ক্ষত্রেওে প্রতবিন্ধক নয়। কনেনা সটো হায়যে নয়। উম্মে আতয়িযা বলনে: 'আমরা হলদটেে ও বাদামী স্রাবকে কছিুই মনে করতাম না।'[সহহি বুখারী, আবু সুনানে দাউদরে আরকেটু বাড়তি টক্সে হল: "পবত্রিতার পরে"। হাদসিটরি সনদ সহহি]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলব: নশ্চিতি পবত্রিতা পর এ ধরণরে কছিু ঘটলে তাতে কোন অসুবধিা নইে। এগুলো নারীর নামায, রোযা ও স্বামীর সাথে ঘনষ্ঠি হওয়ার ক্ষত্রেে প্রতবিন্ধক হবে না। তবে পবত্রিতা দখোর আগে তাড়াহুড়া করা যাবে না। কারণ কছিু কছিু নারী রক্ত শুকয়িে গছে দখেলইে পবত্রি হওয়ার আগে তাড়াতাড়ি গোসল করে ফলেনে। এ কারণে মহলিা সাহাবীগণ উম্মুল মুমনীন আয়শো (রাঃ) এর কাছে কুরসুফ পাঠাতনে। অর্থাৎ রক্তযুক্ত তুলা পাঠাতনে। তখন তনিি তাদরেকে বলতনে: আপনারা তাড়াহুড়া করবনে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদাস্রাব দখেতে পান।"[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।